বিষয়: তীব্র তাপপ্রবাহে প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় করনীয় প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আবহাওয়াবিদদের মতে ২০২৬ সালে এল নিনো (EL Nino) বা সুপার এল নিনো (Super EL Nino) হওয়ার উচ্চ সম্ভবনা রয়েছে যা বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এ ধরণের আবহাওয়ায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী তাপপ্রবাহজনিত পীড়নে আক্রান্ত হতে পারে। এমতাবস্থায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনকারী খামারীগণকে তাপপ্রবাহজনিত পীড়ন প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত করণীয় বিষয়সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১. গবাদিপশু / পোল্ট্রির ঘর বা শেড শীতল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শেডের চালে ভেজা চট/বস্তা/কাপড় বিছিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং কিছু সময় পরপর তাতে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা শীতল রাখতে খামারে স্প্রিংকলিং এবং ফগিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. শেডের ভিতরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ফ্যান/ একজস্ট ফ্যান (Exhaust fan) ব্যবহার করতে হবে।

৩. তীব্র তাপ প্রবাহের সময় গবাদিপশুকে আবদ্ধ ঘরে বা খোলা মাঠে না রেখে গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ ও ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পানির সাথে পরিমানমত ইলেক্ট্রোলাইট ও ভিটামিন সি মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৫. সকালে ও সন্ধ্যায় খাদ্য প্রদান করতে হবে এবং উচ্চ শক্তি/ প্রোটিনযুক্ত খাদ্য পরিহার করতে হবে।

৬. গবাদিপশুকে একাধিকবার গোসল করানো/ পাইপের সাহায্যে শরীর ভিজিয়ে দিতে হবে।

৭. প্রতি ইউনিট জায়গায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা কমিয়ে বেশি জায়গা নিশ্চিত করতে হবে যাতে গাদাগাদি কম হয় এবং স্বস্তিতে থাকতে পারে।

৮. তীব্র গরমে গবাদিপশু / হাঁস-মুরগীকে টিকা কিংবা কৃমিনাশক প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরিবহনের প্রয়োজন হলে দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে পরিবহন করতে হবে।

৯. গবাদিপশু / হাঁস-মুরগীর বিষয়ে যেকোন পরামর্শ এর জন্য নিকটস্থ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

১০. প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের National Livestock Advisory System (NLAS) (http://nlas.dls.gov.bd) হতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং তাপমাত্রা-আর্দ্রতা সূচক (THI) অনুসরণ করে আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে।